আদনান লেরমন্তভের প্রবচনগুচ্ছ

উৎসর্গ

মুহম্মদ রবিউল
আমার আব্বুকে

(যিনি এখন প্রতিক্রিয়াশীলতার পথের পথিক)

ধর্ম আর প্রগতীর মাঝে ব্যাবধান দুই মেরুর।

আমার আব্বু (১৯৯০)

ধর্মে বিশ্বাস না করে কি করি, মরতে তো হবে।

মুহম্মদ রবিউল (২০০৫)

প্রথম খন্ড

১। দুঃখের বিষয় হলো যে অধিকাংশ মানুষ বিবর্তনতত্ত্ব বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করেন, গ্রহন বা বর্জন করেননা।

২। হিংস্রতায় মানুষ অদ্বিতীয়।

৩। দুই ধরণের মানুষ হুমায়ুন আজাদকে অপছন্দ বা ঘৃনা করেন - যারা কখনও তাঁর কোনো লেখা পড়েননি, আর যারা তাঁর অর্জনকে ঈর্ষা করেন।

৪। ইসলামের মিত্র আর মুসলমানদের শত্রুর নাম আমেরিকা।

৫। ধর্মদ্রোহী হযরত মুহম্মদকে বলা হয় মহামানব, আর আমাকে বলা হয় মহাশয়তান।

৬। একজন বার্ট্র্যান্ড রাসেলের সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সাধনা, আর একজন হযরত মুহম্মদের সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র আল্লাহর কৃপা।

৭। বাঙালি এক কে দশ বলে সুখ পায়।

৮। ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্য থেকে আমি বিজ্ঞানকেই গ্রহন করবো, কেননা বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রন করে মানুষ, আর মানুষকে নিয়ন্ত্রন করে ধর্ম।

৯। কোন ধর্ম, ধর্মগুরু এবং ঈশ্বরকে গ্রহন না করেও মানুষ হওয়া যায়।

১০। তোমার ঈশ্বর ও ধর্ম সত্য, না আমার? চলো যুদ্ধ করি।

১১। বাঙালি আজকাল অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্তু সৎ হচ্ছেনা।

১২। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে বোঝা মানেই বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া নয়।
১৩। শরীরের যন্ত্রনাই সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রনা।

১৪। শুধু স্বপ্ন দেখেই মানুষ হওয়া যায়না।

১৫। বেহেশত উন্মাদদের চিন্তা জগতের পুরস্কার।

১৬। একনায়কের কোন রুপই প্রেমে পড়ার মতো নয়।

১৭। যে কোন গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলেই বাঙালির জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

১৮। এক ভোর কোরআন পাঠ অপেক্ষা, একটি ছেড়া ও পুরানো প্লেবয়ের পাতা উল্টানো অনেক বেশী সুখকর।

১৯। নারী স্বাধীনতার কথা বলা যায়, কিন্তু সে স্বাধীনতা নিজের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যাকে দেওয়া যায়না।

২০। নবীনেরা যুদ্ধ করে ও মরে, আর প্রবীনেরা যুদ্ধের উৎসাহ দেয় আর তার ফল ভোগ করে।

২১। বাঙালি চুরি করে ও চোর ধরে সুখ পায়।

২২। বাঙালি কপট: সে সৎ কথা বলে, আর অসৎ কাজ করে।

২৩। বাঙালি মানেই কিছুটা ধান্ধাবাজ।

২৪। বাঙালি যদি তার নিজের উপদেশগুলোও গ্রহন করতো, তবে পৃথিবীর শোচনীয়তা একটু কমতো।

২৫। বাঙালি পরিচিত কারো উন্নতি সহ্য করতে পারেনা।

২৬। প্রার্থনালয়গুলো উপাসনার জন্য খোলা হয়না, খোলা হয় উপার্জনের জন্য।

২৭। রাজাকারেরা কখনও তাদের লক্ষ্য বিচ্যুত হয়না, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা হয়।

২৮। বাঙলাদেশে সম্ভবত ইবলিশ শয়তান বিরতিহীন পরিশ্রম করেন।

২৯। হুমায়ুন আজাদ শুয়োরের পালে সিংহের জন্ম, এজন্য শুয়োরেরা তাকে বুঝে উঠেননা।

৩০। সত্য কখনও নিজে প্রকাশিত হয়না, তাকে প্রকাশ করতে হয়।

৩১। সময় নষ্ট করার একটি উপায় হলো বই পড়া।

৩২। যুক্তিবাদির মাথা কেটে ফেললে, তাঁর যুক্তির সামান্যতম ক্ষতিও হয়না।

৩৩। যারা উত্তর জানেনা অথবা সত্যকে গোপন করতে চায়, তারা প্রশ্নকারিকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখে।

৩৪। সমালোচনা এবং ঘৃনা এক নয়।

৩৫। সমষ্টির অস্তীত্ব নীর্ভর করে ব্যাক্তির স্বাধীনতা আর নিরাপত্তার উপর।

৩৬। বই কিনে টাকা নষ্ট করুন।

৩৭। মানুষ নষ্টদেরকেই ভালোবাসে।

৩৮। কোন ধর্মই তার আগের ও পরের কোন ধর্মকে সহ্য করতে পারেনা।

৩৯। যারা হযরত মুহম্মদকে মহামানব মনে করে তারা হয় কপট আর না হয় উন্মাদ।

৪০। মানুষের মগজের অস্তীত্বের উপরই নীর্ভর করে ঈশ্বরের অস্তীত্ব।

৪১। একমাত্র অনিশ্চয়তাই নিশ্চিত।

৪২। সুন্দরকে সুন্দর আর নষ্টকে নষ্ট বলতে শিখুন।

৪৩। বই না পড়ে বেঁচে থাকা কি সহজ! অথচ তার ফলাফল কি ভয়াবহ।

৪৪। যে ধর্মের নরক যত ভয়ঙ্কর, সে ধর্মের ধর্মগুরুও তত ভয়ঙ্কর।

৪৫। বুনো প্রানীদেরকে খুব ঈর্ষা হয়, কেননা তাদের কোন ধর্ম, ধর্মগুরু বা ঈশ্বর নেই।

৪৬। পৃথিবীর জ্ঞান বাড়ছে আর হৃদয় ছোট হচ্ছে।

৪৭। মিথ্যার প্রচার ও প্রসার, সত্যের প্রচার ও প্রসার অপেক্ষা বহুগুণ দ্রুত ও সফল।

৪৮। মহামানবের ধারণা, মহাকপট আর মহাউন্মাদদেরই সৃষ্টি।

৪৯। নিজের বিবেকের উপর নির্ভর করি কিভাবে, এ্যাডলফ হিটলার আর হযরত মুহম্মদেরও তো একটা বিবেক ছিলো।

৫০। প্রতিক্রিয়াশীলদের সনাক্তকরণের একটি উপায় হলো, যারা বিবর্তনতত্ত্ব বোঝার কোন রকম চেষ্টা না করে অবিশ্বাস করে, তাদের একটা তালিকা তৈরী করা।

৫১। সৃষ্টিকর্তা শয়তানকে সৃষ্টি করেনি, বরং শয়তানই সৃষ্টি করেছে সৃষ্টিকর্তাকে।

চলবে ---